২৯ মার্চ

*বিকেল ৪টার মধ্যে ময়মনসিংহে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সমাবেশের কাজ সম্পন্ন হয়। ব্যাটালিয়নের অফিসার এবং সৈনিকদের টাউন হলে একত্র করে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মেজর কে এম সফিউল্লাহ।

* পাকিস্তানি বাহিনী চট্টগ্রাম সেনানিবাসের বাইরে এসে মেডিক্যাল কলেজ ও নিকটবর্তী পাহাড়ের ওপর সমবেত হয়। সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তানিরা প্রথম আক্রমণের সূচনা করে। মুক্তিবাহিনী এই আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়।

* সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুকে সেনানিবাস থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে তেজগাঁও বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর রাতে সামরিক বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে তাঁকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

* রাত ১১টায় জগদীশপুরের মহড়া থেকে প্রথম ইস্টবেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সদস্যরা যশোর ইউনিটে ফিরে আসে এবং গোলাবারুদ অস্ত্রাগারে ফেরত দেয়।

* ক্যাপ্টেন রশীদের সফল অভিযানে ২৫তম পাঞ্জাবের মেজর আসলাম ও ক্যাপ্টেন ইশফাকসহ ৪০ জন পাকিস্তানি সৈন্য পাবনা থেকে গোপালপুরের পথে নিহত হয়। জীবিতদের অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে রাজশাহীর দিকে যাওয়ার পথে প্রাণ হারায়।

* রাতে ১০০ জনের মতো বাঙালি ইপিআর-কে পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে রমনা কালীবাড়ির কাছে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

* সকালে ময়মনসিংহের রাবেয়া মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ে ইপিআর বাহিনী ও হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়।

* নির্ভীক সৈনিক সিপাহি লুৎফর রহমান লালমনিরহাট শহরের কাছে অবাঙালি ও বাঙালি ইপিআরদের সংঘর্ষে শহীদ হন।

* ইপিআর সিপাহি আবদুল হালিম ১২ নম্বর উইংয়ের সুনামগঞ্জ কম্পানি হেডকোয়ার্টারসে পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে শহীদ হন।

২৮ মার্চ

*সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে কারফিউ শিথিল করা হয়।

* রাতে চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের জন্য পুনরায় বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

* জীবননগরে মহড়ারত প্রথম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল রেজাউল জলিলের কাছে নির্দেশ আসে যশোর সেনানিবাসে ফিরে যাওয়ার জন্য। সে অনুযায়ী লে. কর্নেল জলিল তাঁর প্রথম বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন নিয়ে সব অস্ত্রসহ যশোর সেনানিবাসে চলে যান। পরে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাস বড় করুণ।

* দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী দুপুর ১২টার মধ্যে সীমান্তের সব কম্পানিকে চুয়াডাঙ্গার ইপিআর সদর দপ্তরে রিপোর্ট করতে বলেন। কুষ্টিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি কম্পানি ঝিনাইদহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কম্পানিটি যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক অবরোধ করে।

* পাকিস্তানি নৌবাহিনী বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গোলাবর্ষণ করে। নৌবন্দর এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি নৌসেনাদের নিরস্ত্র করে হত্যা করে।

* ঢাকার ওপারে জিনজিরা দখল নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিবিনিময় হয়। যশোর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়ায় দখল প্রতিষ্ঠা নিয়ে তীব্র সংঘর্ষ হয়। দেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

* ময়মনসিংহ থেকে মেজর নূরুল ইসলাম ঢাকায় বেতারযোগে সংবাদ পাঠান যে সেখানে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি সৈনিকদের ওপর আক্রমণ করেছে। সংবাদ পেয়ে মেজর নূরুল ইসলামকে সাহায্য করার জন্য মেজর কে এম সফিউল্লাহ সৈন্য নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হন।

* ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করে মেশিনগান-মর্টারের গোলায় আর আগুনের লেলিহান শিখায়। অন্যদিকে এই রাতে উপ্ত হয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। নব সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় নতুন প্রতিজ্ঞার ইতিহাস। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

* স্বাধীন বাংলার অবরুদ্ধ রাজধানী ঢাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনাদিনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়।

* আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামস্থ ইপিআর সদর দপ্তর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়্যারলেস মারফত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান দুপুর ২টা ১০ মিনিটে এবং ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

২৫ মার্চ

* আজ বাংলার বুকে নেমে আসে কালরাত, অত্যাচার, উৎপীড়ন, পাশবিকতা, নৃশংসতা আর হিংস্রতার কালো থাবা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণ সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে রাত ১টা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেশব্যাপী পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা। সামরিক ভাষায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত ছিল এ হত্যা অভিযান। এদিকে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান সন্ধ্যা পৌনে ৬টায়

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে চলে যান। রাত পৌনে ৮টায় তিনি গোপনে বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন নিরপরাধ বাঙালিদের ওপর কাপুরুষোচিত সশস্ত্র হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়ে।

* ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গোপন ওয়্যারলেস-বার্তায় তিনি বলেন : 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ছাত্র-জনতা-পুলিশ-ইপিআর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সর্বস্তরের নাগরিকদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, যাঁর যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবেলা করুন। এই হয়তো আপনাদের প্রতি আমার শেষ বাণী। আপনারা শেষ শত্রুটি দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান।'

২৪ মার্চ

* সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে সমাগত মিছিলকারীদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় বিরামহীনভাবে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আর আলোচনা নয়, এবার ঘোষণা চাই। তিনি বলেন, আগামীকালের মধ্যে সমস্যার কোনো সমাধান না হলে বাঙালিরা নিজেদের পথ নিজেরা বেছে নেবে। আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

* এদিকে ২৩ মার্চ রাত থেকে ২৪ মার্চ সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সৈয়দপুর সেনানিবাসের পার্শ্ববর্তী বোতলাগাড়ী, গোলাহাট ও কুন্দুল গ্রাম ঘেরাও করে অবাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এতে ১০০ জন নিহত এবং ১০০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়। এ ছাড়া শহরে কারফিউ দিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্য ও অবাঙালিরা সম্মিলিতভাবে বাঙালিদের বাড়িঘরে আগুন দেয় এবং হত্যা অভিযান চালায়।

* অন্যদিকে রংপুর হাসপাতালের সামনে ক্রুদ্ধ জনতা ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি সেনারা রংপুর সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকায় নিরস্ত্র অধিবাসীদের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। এতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত এবং বহু আহত হয়।

* চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনারা নৌবন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে নোঙর করা এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে সমরাস্ত্র খালাস করতে গেলে প্রায় ৫০ হাজার বীর বাঙালি তাদের ঘিরে ফেলে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জাহাজ থেকে কিছু অস্ত্র নিজেরাই খালাস করে ১২টি ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ার সময় জনতা পথরোধ করে। সেনাবাহিনী ব্যারিকেড রচনাকারী জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালালে ২০০ জন শ্রমিক শহীদ হন।

* মিরপুরে অবাঙালিরা সাদা পোশাকধারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় বাঙালিদের বাড়িঘরের শীর্ষে ওড়ানো বাংলাদেশের পতাকা এবং কালো পতাকা নামিয়ে জোর করে তাতে আগুন দেয় এবং পাকিস্তানি পতাকা তোলে। রাতে বিহারিরা এখানে ব্যাপক বোমাবাজি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে

* সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে আওয়ামী লীগ ও সরকারের মধ্যে উপদেষ্টা পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। দুই ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠক শেষে তাজউদ্দীন আহমদ উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান শেষ হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্টের উচিত তাঁর ঘোষণা দেয়া।

২১ মার্চ

* সকালে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে পঞ্চম দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার আগে তাঁর নিজ বাসভবনে বিশিষ্ট আইনজীবী এ কে ব্রোহির সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মিলিত হন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পঞ্চম দফা বৈঠকের সময় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন।

* অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিংশতিতম দিনে মুক্তিপাগল হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত পদচারণে রাজধানী ঢাকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত মিছিল 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান তুলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে এগিয়ে চলে। সেখানে মুক্তি অর্জনের শপথ নিয়ে মিছিল যায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে।

* বিকেলে চট্টগ্রামে ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পোলো গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভায় বলেন, আলোচনায় ফল হবে না। এ দেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে চাপরাশি পর্যন্ত যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে মানে না, তখন শাসন ক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে দেওয়া উচিত।

* সন্ধ্যায় পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো কড়া সেনা প্রহরায় প্রেসিডেন্ট ভবনে যান। সেখানে ভুট্টো দুই ঘণ্টারও বেশি সময় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রুদ্ধদার বৈঠকে মিলিত হন।

* প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক শেষে হোটেলে ফিরেই ভুট্টো তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। এর আগে হোটেল লাউঞ্জে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের ভুট্টো বলেন, এ মুহূর্তে আমি এটুকু বলতে পারি, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ভুট্টো সাংবাদিকদের আর কোনো সময় না দিয়ে সরাসরি লিফটে চড়েন। সাংবাদিকরা তাঁর সহগামী হতে চাইলে ভুট্টোর ব্যক্তিগত প্রহরীরা অস্ত্র উঁচিয়ে বাধা দেন।

২০ মার্চ

* অসহযোগ আন্দোলনের ১৯তম দিনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাবেক নৌসেনাদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে তাঁরা বঙ্গবন্ধু ঘোষিত মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে সহযোগিতা করার জন্য একটি সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী কমান্ড গঠনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

* সকালে কঠোর সামরিক প্রহরা পরিবেষ্টিত রমনার প্রেসিডেন্ট ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে চতুর্থ দফা আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ছয়জন শীর্ষস্থানীয় সহকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

* প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টা আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে এসে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। তিনি এর বেশি কিছু বলতে অপারগতা জানিয়ে বলেন, সময় এলে অবশ্যই আমি সবকিছু বলব।

* মুক্তিপাগল মানুষের দৃপ্ত পদচারণায় আজ রাজধানী টালমাটাল হয়ে ওঠে। মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে শপথ গ্রহণ শেষে একের পর এক শোভাযাত্রা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে সমবেত হয়। বঙ্গবন্ধু সমবেত জনতার উদ্দেশে একাধিক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়কে পৃথিবীর কোনো শক্তিই রুখতে পারবে না। বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।

* রাতে এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। তিনি বলেন,

বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি অনুপ্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

১৯ মার্চ

* অসহযোগ আন্দোলনের অষ্টাদশ দিবসে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে জনতা এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ৫০ জন শহীদ এবং দুই শতাধিক আহত হন। সন্ধ্যায় জয়দেবপুর শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

* জয়দেবপুরে নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, যাঁরা বুলেট ও শক্তি দিয়ে গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করবেন বলে ভেবেছেন, তাঁরা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। বাংলাদেশের মানুষ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তারা শক্তিপ্রয়োগে ভয় পায়।

* জয়দেবপুরে নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে রাজধানী ঢাকা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ লাঠিসোঁটা, বর্শা-বল্লম নিয়ে রাজপথে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

* এক দিন বিরতির পর সকালে আওয়ামী লীগপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে তৃতীয় দফা একান্ত বৈঠক হয়। দেড় ঘণ্টাব্যাপী ওই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোনো সহকারী উপস্থিত ছিলেন না।

* আজও রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি ভবন ও বাসভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

১৮মার্চ

* অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসে সরকারি-বেসরকারি ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়িয়ে, অফিস-আদালতে অনুপস্থিত থেকে সর্বশ্রেণীর কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত সংগ্রামের কর্মসূচিকে সফল করে তোলেন।

* মুজিব-ইয়াহিয়া পরবর্তী বৈঠকের কোনো সময় নির্ধারণ না হওয়ায় জনমনে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত উৎসুক জনতা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ভিড় জমান।

* সারা দিন ধরে মিছিলের পর মিছিল করে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ স্বাধীনতাসংগ্রামের মহানায়কের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে এলে বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বারবার উঠে এসে শোভাযাত্রাকারীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'তোমরা চরম প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে ঘরে সংগ্রামী দুর্গ গড়ে তোল। যদি তোমাদের ওপর আঘাত আসে, তা প্রতিহত করে শত্রুর ওপর পাল্টা আঘাত হেনো।' জনতাকে চূড়ান্ত লড়াইয়ে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'মুক্তি সংগ্রামের পতাকা আরো ওপরে তুলে ধরো। সাত কোটি শোষিত-বঞ্চিত বাঙালির সার্বিক মুক্তি না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাও।'

* আজও বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আরো সৈন্য আনা হচ্ছে, এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কিছু জানেন কি না- জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার দেশের মাটিতে যা কিছু ঘটছে, তার সব খবরই আমি রাখি।

১৭ মার্চ

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫২তম জন্মদিন উপলক্ষে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসভবনে গিয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে শুভেচ্ছা জানায়।

* বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাংলার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ষোড়শ দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হন। কড়া সামরিক পাহারার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ভবনে এ বৈঠক শুরু হয়। এদিন বৈঠক প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলে। প্রথম দিনের মতোই আলোচনা শেষে অপেক্ষমাণ দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু বলেন, আলোচনা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তবে আলোচনার পরবর্তী সময়ও ঠিক হয়নি। আলোচনা চলছে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনও চলবে।

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে পৌঁছলে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের অনুরোধে তিনি তাঁদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। ৫২তম জন্মদিনে তাঁর কামনা কী, জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের এ প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, জনগণের সার্বিক মুক্তি। সাংবাদিকদের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি জনগণেরই একজন। আমার জন্মদিনই কী, আর মৃত্যুদিনই কী! আমার জনগণের জন্যই আমার জীবন ও মৃত্যু। আপনারা আমাদের জনগণের অবস্থা জানেন। অন্যের খেয়ালে যেকোনো মুহূর্তে আমাদের সবার মৃত্যু হতে পারে।

* সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, পূর্ব বাংলা এখন স্বাধীন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। তিনি বলেন, আমার ৮৯ বছরের অতীতের সব কটি আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। কিন্তু একটি সার্বজনীন দাবিতে জনগণের মধ্যে বর্তমান সময়ের মতো একতা ও সহযোগিতা আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি।

* প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ঢাকা আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

* অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসে সরকারি-বেসরকারি ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়িয়ে, অফিস-আদালতে অনুপস্থিত থেকে সর্বশ্রেণীর কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত সংগ্রামের কর্মসূচিকে সফল করে তোলেন।

১৪ মার্চ

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আজ শেষ দিন।

* জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর চার দফা পূর্বশর্ত মেনে নেওয়ার দাবিতে রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র-শ্রমিক-পেশাজীবী সংগঠন এবং যুব মহিলা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সভা-সমাবেশ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

* সকালে আওয়ামী লীগপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই আলোচনাকালে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম কামরুজ্জামানসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জীবনযাপনের জন্যই আমাদের সংগ্রাম।

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাতে এক বিবৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে নতুন নির্দেশ ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করা যাবে না। আমরা অজেয়, কারণ আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

* বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে সকালে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে মিছিলসহ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তার হাতে একটি আবেদনপত্র দেওয়া হয়।

১৩ মার্চ

* সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ১১৫ নং সামরিক আদেশ জারি করে ১৫ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়। এই সামরিক নির্দেশে বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত ও পলাতক ঘোষণা করে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। নির্দেশ অমান্যকারীদের সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

* সামরিক নির্দেশ জারির পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যখন আমরা সামরিক শাসন প্রত্যাহারের জন্য বাংলার জনগণের প্রচণ্ড দাবির কথা ঘোষণা করেছি, ঠিক তখন নতুন করে এ ধরনের সামরিক নির্দেশ জারি পক্ষান্তরে জনসাধারণকে উস্কানি দেওয়ার শামিল।'

* চট্টগ্রামে বেগম উমরতুল ফজলের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক সমাবেশে বাংলাদেশের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিলাসদ্রব্য বর্জন ও কালোব্যাজ ধারণের জন্য নারী-পুরুষ সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

* প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন ও সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল হাকিম পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব ও পদক বর্জন করেন।

* ঢাকাস্থ জাতিসংঘ ও পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার ২৬৫ নাগরিক বিশেষ বিমানে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন।

১২ মার্চ

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারীদের কর্মস্থল বর্জন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা, সরকারি ও বেসরকারি ভবন,

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, বাসগৃহ ও যানবাহনে কালো পতাকা ওড়ানোর মাধ্যমে অব্যাহত থাকে।

* লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান বলেন, ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, দোষ করা হলো লাহোরে কিন্তু বুলেট বর্ষিত হলো ঢাকায়। তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ সমান অধিকার নিয়ে থাকতে চায়, পশ্চিমাঞ্চলের দাস হিসেবে নয়। পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য এখন একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে। আর তা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

* লাহোরে ন্যাপের মহাসচিব সি আর আসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের বর্তমান সংকটের জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতি ও আমলারাই দায়ী। ভুট্টোও এ ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ভুট্টোর হুমকিপূর্ণ মনোভাব ও ক্ষমতার লিপ্সাই রাজনৈতিক সংকটকে আরো মারাত্মক করে তুলেছে। * জাতীয় পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জন করেন।

১১ মার্চ

* স্বাধীন বাংলার দাবিতে অবিচল সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের সঙ্গে সব ধরনের অসহযোগিতা অব্যাহত রাখে। বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শরিক হয়ে হাইকোর্টের বিচাপতি ও প্রশাসনের সচিবসহ সারা বাংলায়

সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস বর্জন করেন।

* আজও সচিবালয়, মুখ্য সচিবের বাসভবন, প্রধান বিচারপতির বাসভবনসহ সব সরকারি ও আধাসরকারি ভবন ও বাসগৃহের শীর্ষে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে থাকে।

* ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ববাংলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ সভাপতি এম খুরশীদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মমতাজ দৌলতানার বিশেষ দূত পীর সাইফুদ্দিন ও ঢাকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি কে উলফ আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনে পৃথক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

* সংগ্রামী জনতা সেনাবাহিনীর রসদ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্বাভাবিক সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। সিলেটে রেশন নেওয়ার সময় সেনাবাহিনীর একটি কনভয়কে বাধা দেওয়া হয়। যশোরেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

* টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান সাত কোটি বাঙালির নেতা। নেতার নির্দেশ পালন করুন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করুন। এ মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো রকম বিরোধ থাকা উচিত নয়। জনগণ এখন নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

১০ মার্চ

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা দেশে সরকারি ও আধাসরকারি অফিসের কর্মচারীরা দশম দিনের মতো কাজে যোগদানে বিরত থাকেন। বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও ব্যবসাকেন্দ্র খোলা থাকে। ঘরে ঘরে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ে। সরকারি ও বেসরকারি ভবন, ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষে কালো পতাকা ওড়ে। এমনকি রাজারবাগ পুলিশ লাইন, থানা ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বাসভবনেও কালো পতাকা উত্তোলিত হয়।

* সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনে একদল বিদেশি সাংবাদিকদের বলেন, 'কোটি বাঙালি আজ নিজেদের অধিকার আদায়ে অত্যন্ত সচেতন। যেকোনো মূল্যে তারা এই অধিকার আদায়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত বাঙালিরা অনেক রক্ত দিয়েছে। এবার আমরা এই রক্ত দেওয়ার পালা শেষ করতে চাই।'

* বিকেলে ওয়ালীপন্থী ন্যাপের উদ্যোগে শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলার দাবিতে ঢাকার নিউমার্কেট

এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সভাপতিত্ব করেন।

* 'লেখক-শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে লেখক ও শিল্পীরা রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

* সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই কর্মিসভায় ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতাদের স্বাক্ষরিত স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যের প্রতি পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করার আবেদন জানানো হয়।

৭ মার্চ

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিকেলে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক লোকের অভূতপূর্ব সমাবেশে ভাষণ দেন। ২০ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

* বেলা সোয়া ৩টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাস্থলে এসে উপস্থিত হন। সফেদ পাজামা -পাঞ্জাবি ও কালো কোট পরিহিত শেখ মুজিব মঞ্চে এসে দাঁড়ালে বীর জনতা করতালি ও 'জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্যদিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানালেন : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ঘোষণা করেন, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। ... আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, আমি যদি হুকুম দিবার না-ও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা

করো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।

* বক্তৃতাকালে জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল স্লোগান, জাগো জাগো, বাঙালি জাগো, পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা বাংলা, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

৬ মার্চ

* সংগ্রামী বাংলা এখন সভা-সমাবেশ-মিছিলে উত্তাল। ঢাকায় ষষ্ঠ দিনের মতো হরতাল পালনকালে সর্বস্তরের জনতা রাস্তায় নেমে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন শেষে তাঁরই নির্দেশে বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক এবং যেসব বেসরকারি অফিসে ইতিপূর্বে বেতন দেওয়া হয়নি, সেসব অফিস বেতন প্রদানের জন্য খোলা থাকে।

* বেলা ১১টার দিকে সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে ৩৪১ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে সাতজন কয়েদি নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

* পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দুপুরে এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, যা-ই ঘটুক না কেন, যত দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আমার হুকুমে রয়েছে এবং আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছি, তত দিন পর্যন্ত আমি পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশভাবে পাকিস্তানের সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করব।

* প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখার ওয়ার্কিং কমিটির এক যুক্ত জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

* ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পর পরই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

৫ মার্চ

* পঞ্চম দিনের মতো হরতাল পালনকালে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে টঙ্গী শিল্প এলাকায় চার শ্রমিক শহীদ হন এবং ২৫ জন আহত হন। এ সংবাদে ঢাকায় জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

* সন্ধ্যায় সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, ঢাকায় সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হরতালের পর ব্যাংক খোলা থাকে। মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের পর শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

* রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশি বেতারে প্রচারিত 'শেখ মুজিব জনাব ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগবাটোয়ারা করতে রাজি আছেন'সংক্রান্ত সংবাদকে 'অসদুদ্দেশ্যমূলক' ও 'কল্পনার ফানুস' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধিকার আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিকেলে কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষকরা মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল বের হয়।

* এগারো দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমেদ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতারকেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানান।

৪ মার্চ

* জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ও গণহত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ঢাকাসহ সারা বাংলায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। প্রদেশের বেসামরিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

*হরতাল চলাকালে খুলনায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ছয়জন শহীদ হন। চট্টগ্রামে আজ নিয়ে দুই দিনে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২১ জনে।

* বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের পর স্বাধিকার আন্দোলনে গুলিতে আহত মুমূর্ষু বীর সংগ্রামীদের প্রাণরক্ষার্থে শত শত নারী-পুরুষ ও ছাত্রছাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

* রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' এবং পাকিস্তান টেলিভিশন 'ঢাকা টেলিভিশন' হিসেবে সম্প্রচার শুরু করে। বেতার-টেলিভিশন শিল্পীরা ঘোষণা করেন, যত দিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে তত দিন পর্যন্ত বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে তাঁরা অংশ নেবেন না।

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, চরম ত্যাগ স্বীকার ছাড়া কোনো দিন কোনো জাতির মুক্তি আসেনি। তিনি উপনিবেশবাদী শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় বীর জাতিকে অভিনন্দন জানান।

* আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ও ৬ মার্চ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেসব সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মচারীরা এখনো বেতন পাননি, শুধু বেতন প্রদানের জন্য সেসব অফিস আড়াইটা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

৩ মার্চ

* শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ঢাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো এবং সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম দিনের জন্য সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ও বিভিন্ন ঘটনায় সারা দেশে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়। ঢাকা ছাড়াও রংপুর ও সিলেটে কারফিউ জারি করা হয়।

* প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় আগামী ১০ মার্চ ঢাকায় নেতাদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ঘোষণা করা হয়, এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

* বঙ্গবন্ধু ভুট্টোর উদ্দেশে বলেন, গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান তাহলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করব।

* বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বুলেটে আহতদের জীবন রক্ষার জন্য জনগণের প্রতি ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাংলার স্বাধিকার বিরোধী বিশেষ মহল নিজস্ব এজেন্টদের দিয়ে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা ঘটাচ্ছে। স্বাধিকার আন্দোলন বিপথগামী করার এ অশুভ চক্রান্ত রুখতেই হবে।

২৮ ফেব্রুয়ারি

* পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণদানকালে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, জাতীয় পরিষদের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ অবশ্যই শেষ করতে হবে বলে যে শর্ত রয়েছে তার জন্যই পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠবে।

* আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির এক বৈঠকে দলীয় শাসনতন্ত্র বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। পার্লামেন্টারি পার্টির অনুমোদনের পর এই খসড়া শাসনতন্ত্র জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে দলের পক্ষ থেকে পেশ করা হবে। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রায় চার ঘণ্টা বৈঠকের পর পার্লামেন্টারি পার্টির ১৮৮টি ধারাবিশিষ্ট খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনা ও পরীক্ষার জন্য ৩০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। বৈঠক শেষে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা ছাড়াও তাঁরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

* ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও কাইয়ুম লীগ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সমস্ত দলের এম এন এরা জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চের ঢাকা বৈঠকে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

* কাইয়ুম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল খান এ সবুর জনাব জেড এ ভুট্টোর প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি লোকের রায় মেনে নিয়ে ঢাকা এবং ইসলামাবাদে দ্বৈত কেন্দ্রভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে জনসাধারণ যাতে তাদের নিজ ভূমিতে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের আহ্বান জানান।

২৭ ফেব্রুয়ারি

* পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈঠক খুবই অর্থবহ।

* পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড এ ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট এ এম ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। পিপলস পার্টির প্রধান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দুই ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট নিয়ে আলোচনা করেন।

* পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো হায়দরাবাদে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন, তাঁর দল আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেনি। তাঁদের অভিমত শোনা হবে এবং যুক্তিসংগত হলে তা গ্রহণ করা হবে এমন আশ্বাস পেলেই তাঁরা অধিবেশনে যোগদান করবেন। তিনি বলেন, তাঁর দলের আন্তরিক ইচ্ছা যে দেশ একটি কার্যকর ও কার্যোপযোগী শাসনতন্ত্র পাক এবং অবিলম্বে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

২৬ ফেব্রুয়ারি

* পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ছয় দফা কর্মসূচির জন্য ভোট

প্রদান করেছে এবং এটাই হলো রাজনৈতিক বাস্তবতা। একে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনসাধারণ গত ৭ ডিসেম্বর তাদের সার্বভৌমত্ব আদায় করেছে। একে বানচাল করার যেকোনো প্রচেষ্টার পরিণতি মারাত্মক হবে।

* ঢাকার জগন্নাথ কলেজের আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলেজ ছাত্রলীগ শাখার দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে পিস্তলের গুলিতে দুজন ছাত্র আহত হয়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

* পাবনা টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমি শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ও সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, কায়েমি শোষকরা গত ২৩ বছরে বাঙালিদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত নির্মমভাবে শোষণ করেছে। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা যদিও জনসাধারণের ওপর আঘাত হানার সুযোগের প্রতীক্ষা করছে, তথাপি দেশে এক নয়া সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঐক্যবদ্ধ শোষিত জনসাধারণের কাছে তাদের এই চক্রান্তের খেলা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

২৫ ফেব্রুয়ারি

* আওয়ামী লীগ দপ্তরে আহূত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার সংগ্রামের জন্য পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ এবং বাংলাদেশের জাগ্রত কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতাকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যই ছয় দফার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্যই ছয় দফা। প্রধানত দেশের অপরাংশের কায়েমি স্বার্থবাদীরা বাংলাদেশের

সাত কোটি জনগণের ওপর ঔপনিবেশিক শোষণ চালিয়েছে এবং বাংলাদেশের সম্পদ পাচার করেছে।

* এই সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান থেকে এক হাজার মাইল দূরে লাওস এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপরাপর অংশে মার্কিন হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

* পাকিস্তান পিপলস পার্টির অন্তত ছয়জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ২ মার্চ ঢাকায় আসার জন্য পিআইএতে তাঁদের আসন সংরক্ষণ করেছেন। ওই ছয়জন জাতীয় পরিষদ সদস্য হলেন- গোলাম মোস্তফা জাতোই, পীর গোলাম রসুল, মখদুম মোহাম্মদ জামান, মখদুম মোহাম্মদ আমিন, মালিক মোজাফ্ফর খান এবং হাকিম আলী জারদারি। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের ঢাকায় আসার ব্যাপারে পিআইএ কড়াকড়িভাবে গোপনীয়তা পালন করছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি

* পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান ইসলামাবাদের প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

* জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী লাহোরে বলেন, ছয় দফার প্রশ্নে জামায়াত স্বীয় ভূমিকা পরিবর্তন করেনি। জামায়াত প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একমুহূর্তের জন্যও ছয় দফা সমর্থন করেনি।

* মন্ত্রিসভা বাতিলের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এই উপদেষ্টাদের মধ্যে কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী ও

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন বলে খবরে প্রকাশ।

* ঢাকায় নিযুক্ত সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল ভ্যালেন্টিন এস পপোভ আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

২০ ফেব্রুয়ারি

* পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক 'শহীদ দিবস' উপলক্ষে আজ থেকে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অমর একুশে স্মরণে কর্মসূচির প্রথম দিনে বায়তুল মোকাররম থেকে ছাত্র ইউনিয়নের 'মশাল মিছিল' বের হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা ভাষা আন্দোলন তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সংগ্রামী একুশের বীর শহীদদের স্মৃতির স্মরণে 'শহীদ স্মৃতি অমর হউক', 'একুশের রক্ত বৃথা যেতে দেব না', 'সর্বস্তরের বাংলা ভাষা চালু করো', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই- নইলে এবার রক্ষা নাই', 'জননেতা মণি সিংহ-এর মুক্তি চাই', 'বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলো, শাসকগোষ্ঠী খতম করো', কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি রাখা চলবে না', 'গণমুখী শাসনতন্ত্র রচনা করো', 'ইয়াহিয়া ভুট্টে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার' প্রভৃতি স্লোগান প্রদান করা হয়।

* ভুট্টোর সভাপতিত্বে করাচিতে আজ পিপলস পার্টির দুই দিনব্যাপী পার্লামেন্টারি বৈঠক শুরু হয়। উদ্বোধনী বৈঠক শেষে পিপলস পার্টির সভাপতি আবদুল হাফিজ পীরজাদা সাংবাদিকদের বলেন, জাতীয় পরিষদ ও পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রাদেশিক পরিষদে পিপলস পার্টির নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্য ৬ দফা ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দলীয় নীতিতে অটল থাকার পরিপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছায় পার্টি চেয়ারম্যান জেএ ভুট্টোর কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে রাজি

হয়েছেন।

* জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি মাহমুদ রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্রে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। তার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক গোলাম গাউস হাজারিও ছিলেন। মাওলানা মুফতি মাহমুদ বলেন, জাতীয় স্বার্থে ৬ দফার মুদ্রা, বাণিজ্য ও ট্যাঙ্ প্রথা-সংক্রান্ত বিধিগুলোতে প্রয়োজনীয় রদবদল হওয়া উচিত।

১৯ ফেব্রুয়ারি

* অমর একুশে স্মরণে বাংলা একাডেমীর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির 'একুশের সৃষ্টি' শীর্ষক সাহিত্য সভায় আলোচনাকালে প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত বলেন, 'এ দেশের গণসংগ্রামকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই আন্দোলনের তত্ত্বমূলক দর্শন ও তার রূপরেখার সঙ্গে জনগণকে একাত্ম করার গুরুদায়িত্ব কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ওপর ন্যস্ত।' কর্মসূচির তৃতীয় অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন কবি সুফিয়া কামাল। অনুষ্ঠানে 'একুশের সৃষ্টি' থেকে পাঠ, আবৃত্তি এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ড. মাজহারুল ইসলাম, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও সভানেত্রী স্বয়ং।

* মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চট্টগ্রাম পাহাড়তলী শাহজাহার ময়দানে এক বিরাট শ্রমিক সভায় ভুট্টোকে উদ্দেশ করে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে তাঁর নিজস্ব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও পূর্ব পাকিস্তানে আসার তক্লিফ স্বীকার না করার উপদেশ দেন। ওই সভায় বক্তৃতাকালে মওলানা ভাসানী বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব শাসনতন্ত্র শোষণ, জুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দেবে। তিনি বলেন, গত দশকে দৌলতানা, খুরো ও ভুট্টোরা পূর্ব পাকিস্তানিদের শোষণ করে শূন্য করেছে। তারা আবার পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ নস্যাতের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি

* জেলা শিক্ষক সমিতির দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত বলেন, 'নতুন সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে আমাদের দেশের শিক্ষকসমাজকেই দেশের প্রকৃত মালিক কৃষক-শ্রমিকের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বেলে দেওয়ার বিপ্লবী দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

* পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড এ ভুট্টো করাচিতে পার্টির স্থানীয় দপ্তরে দলীয় কর্মীদের এক সভায় ভাষণদানকালে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনোরূপ মধ্যস্থতা বা সালিসের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা যখন বড় ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছি তখন তাঁর ছোট ভাইদের বক্তব্য শোনা উচিত।'

* পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তাদের একুশে স্মরণে ঘোষিত সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির চতুর্থ দিনে 'ড. জোহা দিবস' পালন করে।

* ন্যাশনাল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফকির শামসুদ্দিন দীর্ঘদিন সামরিক আইনে কারাদণ্ড ভোগের পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি

* কাইয়ুম মুসলিম লীগের প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খান বিকেলে প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে মিলিত হন।

* পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্তের নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁরা বলেন, ভুট্টোর আচরণ ও গণতন্ত্রবিরোধী ঘোষণার দ্বারা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, দেশি ও বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলী ষড়যন্ত্রকারীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, "গণতন্ত্র এবং জাতীয় অধিকারবিরোধী দেশি ও বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল মহলকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও শাসনক্ষমতা গণপ্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তরের পথে যেকোনো প্রকার ষড়যন্ত্র অবিলম্বে বন্ধ করা না হলে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করবে না। যেকোনো ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে প্রস্তুত থাকতে আমরা ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এই সংকট মুহূর্তে ছাত্রসংগঠনসমূহের ঐক্যের গুরুত্বের কথা আমরা আবার আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নেতা ও কর্মী ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"

* প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সভাপতিত্বে আজ প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা এতে যোগ দেন। এই সভায় যোগদানকারীর হলেন : প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল পীরজাদা, প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম এম আহমদ, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এম এইচ সুফী।

১৪ ফেব্রুয়ারি

* প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৩ মার্চ সকাল ৯টায় ঢাকার প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। পিপিআইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক পাকিস্তান লিখেছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্তকে ঢাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বাগত জানিয়েছে। তবে আওয়ামী লীগ মহল এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

* নয়াদিল্লির প্রতি বেতার মাধ্যমে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে গণচীন জানায়, ভারতের আক্রমণাত্মক নীতির পরিণামে যদি পাক-ভারত উপমহাদেশে শান্তি বিঘ্নিত হয়, তা হলে তার দায়দায়িত্ব ভারতকেই বহন করতে হবে। পিকিং বেতারে পাকিস্তানি জনগণের প্রতি চীনের সমর্থনের বিষয়ে আবার ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে চীনা জনগণ পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাকিস্তানি জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবে।

* বেলুচিস্তানের বিশিষ্ট নেতা নবাব আকবর খান বুগতি নারায়ণগঞ্জ আদমজী জুটমিলে এক শ্রমিক সমাবেশে বলেন, ছয় দফা ও ১১ দফা আদায়ের সংগ্রামে বেলুচিস্তানের সাধারণ মানুষ যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, বেলুচিস্তানের জনগণ বহু অত্যাচার সহ্য করেছে; কিন্তু কোনো দিন নতিস্বীকার করেনি।

*বিমান হাইজ্যাকিং সম্পর্কে ভারতীয় অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানি সরকার নয়াদিল্লি সরকারের কাছে প্রতিবাদ চিঠিতে বলেছে, পাকিস্তান এর আগে যে বাস্তবমুখী প্রস্তাব দিয়েছিল ভারত তাতে সাড়া না দিয়ে বরং জোর করে নামানো বিমানের ক্ষতিপূরণ আদায়ে বলপ্রয়োগ এবং হুমকি প্রদানের নীতিতে অবিচল আছে। অহেতুক দোষারোপ না করে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় ব্রতী হোক

১৩ ফেব্রুয়ারি

* আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বেলুচিস্তানের রাজনৈতিক নেতা নওয়াব আকবর খান বুগ্তির সঙ্গে হোটেল পূর্বাণীতে দেড় ঘণ্টা স্থায়ী এক আলোচনায় ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে ঐকমত্যে উপনীত হন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ছয় দফা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, তা বেলুচিস্তান ও অন্যান্য প্রদেশের জন্যও প্রযোজ্য।

* পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ভবনে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তাঁরা উভয়ে শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

* পূর্ব পাকিস্তান সরকার নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নির্দেশ জারি করে। 'পূর্ব পাকিস্তান নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য ও বণ্টন নির্দেশ ১৯৭০' নামক নির্দেশে তা অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য বলা হয়।

* ভারত সরকার ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে পাকিস্তানের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে একটি নোট প্রেরণ করে। ভারতে অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশন ও ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র অফিসে ওই নোটটি হস্তান্তর করা হয়।

* ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ভারতীয় বিমান হাইজ্যাককারী দুজন কাশ্মীরি কমান্ডোকে ভারতের কাছে হস্তান্তর ও উড়িয়ে দেওয়া বিমানের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন

১২ ফেব্রুয়ারি

* ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, পাকিস্তান সরকার যদি ধ্বংসকৃত ভারতের বিমানের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান এবং হাইজ্যাকারদ্বয়কে ভারতের হাতে ফেরত না দেয়, তবে সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তিনি আরো বলেন, দেশ যখন সাধারণ নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন ভারতীয় জনসাধারণকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে বিমান হাইজ্যাকের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

* ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন বলে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর বক্তব্য সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসু সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে তাঁর এই বিবৃতি কেবল দুঃখজনকই নয়; বরং গণতন্ত্রের মূলনীতির পরিপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় বহন করে। তাঁরা বলেন, গত নির্বাচন ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার একটি গণভোট।

১১ ফেব্রুয়ারি

* পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ আসন্ন শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে এক বিবৃতিতে বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল করার জন্য গণবিরোধী শক্তি এবং কায়েমি স্বার্থবাদী মহল ষড়যন্ত্র করছে। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২৩ বছর পরে এই প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বল্পকালের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে যাচ্ছে। সরকার জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

* ইসলামাবাদের ভারতীয় দূতাবাসে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ এবং ব্যাটন চার্জ করে। ফলে বহু ছাত্র আহত হয়। ছাত্রদের ইট-পাথর নিক্ষেপের ফলে পুলিশের ৬০ জন আহত হয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ এবং অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ করা হয়।

* দুজন কাশ্মীরি যুবক কর্তৃক ভারতীয় বিমান ছিনতাই এবং তা ধ্বংস করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পাক-ভারত সম্পর্কে যে অবনতি ঘটেছে সে সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পাকিস্তান সরকার পররাষ্ট্র দপ্তরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠান।

* আজাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম লীগের সভাপতি কে এইচ খুরশিদ আজাদ কাশ্মীর সরকারকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পূর্বেকার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদাসহ সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের সরকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানান। ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে খুরশিদ গিলগিট ও বালটিস্থানকে আজাদ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান।

* মুলতানে নবনির্বাচিত এম এন এ এবং এমপিদের এক সমাবেশে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর ভাষায় ৬ দফার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের অনড় মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তিনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি

* আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার ভিত্তিতে দেশে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর দলের দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনরুল্লেখ করে বলেন, ছয় দফার প্রশ্নে নীতিগতভাবে কোনো ধরনের আপস সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই নয়, সারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কাজেই শাসনতন্ত্র আওয়ামী লীগ একাই

প্রণয়ন করতে পারে। তবে আমরা এ ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করি। কেউ যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে তার দায়িত্ব ওই দলেরই।

* আকাশবাণীর বরাত দিয়ে দৈনিক পাকিস্তান লিখেছে, ভারত সরকার পাকিস্তানের হাইকমিশনারকে চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ার করে বলেছে, অবিলম্বে লাহোরে বিনষ্ট ভারতীয় বিমানের ক্ষতিপূরণ এবং দুজন হাইজ্যাককারীকে ফেরত না দিলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে এবং যেকোনো পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী থাকতে হবে। চিঠিতে বলা হয়, ভারত সরকার এ সম্পর্কে যেসব প্রমাণ পেয়েছে, তাতে স্পষ্টই বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক রয়েছে।

* পিডিপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আলী ভারতের ওপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক বিমান চলাচল একতরফাভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার কার্যক্রমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিন্দা করে এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতের এই আচরণ বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের কাছে পাকিস্তানের সার্বভৌম অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

* ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনার ভবনের অফিসে কিছু ব্যক্তি জোরপূর্বক প্রবেশ করে আসবাবপত্র এবং অফিসের মূল্যবান কাগজপত্র তছনছ করে। পুলিশ দূতাবাস ভবন থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। বিকেলে মহিলারা হাইকমিশনারের অফিস ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

৭ ফেব্রুয়ারি

* যথাযোগ্য পবিত্রতার মধ্য দিয়ে ঢাকাসহ সারা দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা পালিত হয়। বিভিন্ন ঈদের জামাতে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদী ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনিদের মুক্তি সংগ্রামে সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। আউটার স্টেডিয়ামে ঢাকার প্রধান ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান ঈদের প্রথম জামাতে নামাজ পড়েন। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমণ্ডি ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত ঈদের জামাতে ঈদের নামাজ পড়েন।

* স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের গভর্নর এম রশিদ শিল্প, কাঁচামাল, শেয়ার ও সিকিউরিটি এবং রপ্তানির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাকে পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম দানে কোনো প্রকার বাধা না দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঢাকায় এক নির্দেশ দেন।

* মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী ড. শিবসাগর রামগোলাম ৬ দিনব্যাপী পাকিস্তান সফর শেষে পাকিস্তান ও মরিশাসের এক যুক্ত ইশতেহারে জাতিসংঘের প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দ্বারা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিতকরণ এবং শান্তি দীর্ঘায়িত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

* পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডির জিএইচকিউ ময়দানে ঈদের নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর তিনি বহুসংখ্যক লোকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

* মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থার ছদ্মবেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদানের ওপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, এর ফলে শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপর বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে ঢাকা বণিক সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য মতিউর রহমান মত প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে জনাব রহমান বলেন, এই ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিশ্চিহ্ন করবে, যার অর্থ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অবলুপ্তি।

৬ ফেব্রুয়ারি

* পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যকরী কমিটির বর্ধিত সভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ স্বীকৃতি নিশ্চিত এবং ১১ দফা কর্মসূচি ও জাতিসমূহের সমানাধিকারের নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। ওই সভায় জননেতা মনি সিং, অজয় রায়, দেবেন শিকদার, পীর হাবিবুর রহমান প্রমুখ আটক সব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর মুক্তির দাবি করা হয়।

* পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ৬ দফা সম্পর্কে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর আলোচনার সারমর্ম এবং এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মতামত জানার জন্য তাঁর বর্তমান প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন।

* আকাশবাণীর খবরে বলা হয় যে ভারতীয় সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে পাকিস্তানের কোনো জাহাজ ভিড়তে দেওয়া হবে না। এমনকি করাচি বন্দর থেকে আসা কোনো বিদেশি

জাহাজকেও ভারতীয় সমুদ্র বন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

* কয়েক হাজার ভারতীয় ছাত্র নয়াদিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসের ওপর হামলা চালায়। দূতাবাসের গেটে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে দুই শতাধিক পুলিশ ও ছাত্র আহত হয়। পুলিশ গুলিবর্ষণ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়।

* পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আজম বিমান হাইজ্যাককে কেন্দ্র করে ভারত সরকার, তাঁর ভাষায় যে অযৌক্তিক ও কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন তাঁর তীব্র নিন্দা করেন। তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং জনগণের সরকার গঠনের পথে যাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

৫ ফেব্রুয়ারি

* আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রমনা গ্রীনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন, নির্বাচনে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে বাঙালিরা চিরদিন বাঙালি হিসেবেই বেঁচে থাকবে। তিনি আরো বলেন, সাত কোটি বাঙালি ব্যতীত অন্য কারো ৬ দফা কর্মসূচিকে পরিবর্তন করার অধিকার নেই।

* ভারত তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে সব পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সামরিক বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কাশ্মীরী কমান্ডো কর্তৃক ভারতীয় ফকার বিমান ধ্বংস করার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দিল্লি সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে পাকিস্তানি সরকার কলম্বো হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক ফ্লাইটের বিমান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

* পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনোত্তরকালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট তারিখের জন্য যুক্তিসংগত সময়সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির প্রথম বৈঠক ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ডাকা হয়।

* পাকিস্তান সরকার নয়াদিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশন ভবনের চারপাশের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইসলামাবাদের ভারতীয় হাইকমিশনার বি কে আচার্যকে দুবার পররাষ্ট্র দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয় এবং পাকিস্তানের গভীর উদ্বেগের কথা জানানো হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি

* আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক বিবৃতিতে লাহোরে হাইজ্যাক করা ভারতীয় বিমান ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, পরিস্থিতি ঘোলাটে করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকে 'স্যাবোটাজ' করার বিশেষ মতলব নিয়ে দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির কায়েমি স্বার্থবাদী প্রয়াস এটা। তিনি জনগণের প্রতি সম্পূর্ণ সজাগ থাকার জন্য আহ্বান জানান।

* জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তানের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই সাক্ষাতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। উভয়পক্ষ যথাশীঘ্র স্বল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানে সম্মত হয়।

* পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মমতাজ দৌলতানা বলেন, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলোর মধ্যে সমঝোতা আনার জন্য তাঁর দল চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, আজ যাঁরা আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির মধ্যে কিংবা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে বিরোধের কথা বলাবলি করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সজ্ঞানে ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন।

* পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো করাচি প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ শাসনতান্ত্রিক ও অন্য বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি

* কাশ্মীরি দুই তরুণ তাদের দ্বারা হাইজ্যাক করা ভারতীয় ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেয় এবং পরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তান এ জন্য ভারতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে।

* লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডি থেকে নির্বাচিত পিপলস পার্টির এমএনএদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আওয়ামী লীগের ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের যেসব ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়া সন্নিবেশিত হয়েছে, পিপলস পার্টির ঘোষণাপত্রের আলোকে জাতীয় ঐক্যের কাঠামোতে সেগুলোর প্রতি সর্বাধিক সমর্থন দেওয়া হবে। সাত ঘণ্টা স্থায়ী ওই বৈঠকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য ছাড়াও লাহোর, শাহিওয়াল ও মুলতানের কয়েকজন এমএনএ যোগদান করেন।

* পাঞ্জাব কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সরদার শওকত হায়াত খান ঢাকায় আওয়ামী লীগপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তাঁর দল জাতীয় সংহতি ঐক্য ও আদর্শের খাতিরে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে যেকোনো রকম আঞ্চলিক চুক্তি এড়িয়ে চলবে। তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আওয়ামী লীগপ্রধানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের কথাও বলেন।

* দিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার এবং আরো কয়েকজন পাকিস্তানি কর্মকর্তার প্রাণনাশের হুমকিতে পাকিস্তান সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করে। পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারকে ডেকে তাদের উদ্বেগ সম্পর্কে অবহিত করে।

* লাহোরে মিয়া আরিফ ইফতিখারের বাসভবনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলের নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের এক সভা শেষে পিপলস পার্টির জনৈক মুখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে বলেন, আওয়ামী লীগের ছয় দফা দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দেশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

৩১ জানুয়ারি

* পাঞ্জাব কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সর্দার শওকত হায়াৎ খান ঢাকায় বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়ার বদৌলতে আওয়ামী লীগ দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। সবার মতৈক্য হওয়া অবশ্যই ভালো; কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। সর্দার শওকত হায়াৎ খান সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সফরে লাহোর থেকে ঢাকা আগমন করেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি জানান, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বিরাট সাফল্য অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানাতে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং বঙ্গবন্ধু যদি তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতে চান, তবে বঙ্গবন্ধুর পছন্দমতো বিষয়গুলো নিয়েই তিনি আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে অতীতে যদিও 'দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার ফাঁদ' বলে মনে করা হতো এবং তা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করার দরকার, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে সমর্থন করেছে। তিনি আরো বলেন, ছয় দফা বাংলাসহ পাকিস্তানের যেকোনো প্রদেশের চেয়ে পাঞ্জাবের বেশি অনুকূলে যাবে।

* সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যার ভিত্তিতেই হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না। তবে শাসনতন্ত্র গৃহীত হবে বলেই দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন। ২৩ মার্চের আগেই যদি এটা গৃহীত হয়, আমিই সবচেয়ে খুশি হব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

* ঢাকার উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে কাগজের মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ ও কাগজের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার এবং হ্যান্ডলিং এজেন্ট বাতিলের জোর দাবি জানানো হয়

৩০ জানুয়ারি

* পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড এ ভুট্টো সন্ধ্যা ৬টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি এবং তাঁর পার্টি জাতীয় ঐক্যের আওতার মধ্যে একটি কার্যক্রম ও গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য স্থায়ী ফর্মুলা বের করতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবেন। তিনি বলেন, তাঁদের এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে মতৈক্যের ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করা এবং সাধারণ বিষয়গুলোর অনুসন্ধান এবং ভ্রাতৃত্ব, সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব পুনরুজ্জীবিতের চেষ্টা করা।

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভুট্টো এমএল নাবিক লঞ্চে চড়ে পাঁচ ঘণ্টা নৌভ্রমণ করেন। দুই নেতার ওই নৌবিহারে শরিক ছিলেন এমন একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর ৭০ জনের বিরাট দলসহ নৌযানটি কিছুদূর যাওয়ার পর দুই নেতা একটি আলাদা ছোট্ট লঞ্চে আরোহণ করেন। তাঁরা সেখানে দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে এই দীর্ঘ আলোচনা সম্পর্কে দলের অন্যরা যদিও অজ্ঞ, তথাপি তাঁদের মতে উভয় নেতা গত তিন দিনের বৈঠকের জের টেনে আলোচনা করেন। নৌবিহারে আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, মিজানুর রহমান, আবদুল মোমিন, নূরজাহান মোর্শেদ, বদরুন্নেসা আহমদ সাজেদা চৌধুরী, গাজী গোলাম মোস্তফা, মোস্তফা সারওয়ার ও আওয়ামী লীগদলীয় এমএনএ এবং এমপিএরা ছিলেন বলে এপিপিপির খবরে প্রকাশ। পিপলস পার্টির মধ্যে ছিলেন জে এ রহিম, পীরজাদা আবদুল হাফিজ, হানিফ রামে, শেখ রশিদ, রফিক রাজা এবং মেজর জেনারেল থ্যাকার ও অন্যান্য নেতা। পিপলস পার্টি সূত্রে প্রকাশ, ড. মোবাশ্বের হাসান এই দলে ছিলেন না, কারণ তিনি গতকাল লাহোরের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন।

* জননেতা মণি সিং রাজশাহী জেল থেকে এক তারবার্তায় হাবিবুর রহমানের মুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। এখানে উল্লেখ্য, দেশে দ্বিতীয় দফা সামরিক আইন জারির পর মণি সিং ও হাবিবুর রহমানকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৯ জানুয়ারি

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা ঢাকায় শেষ হয়। তাঁরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনায় কেউ মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেননি। উভয়েই আরো আলোচনার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ভুট্টো আ. লীগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি ঢাকা ত্যাগের আগে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং সেখানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর আলোচনার ধরন সম্পর্কে আভাস দেবেন বলে আশা করা হয়।

* বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ১৫ ফেব্রুয়ারির জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের পরামর্শ দিয়েছেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ। বঙ্গবন্ধু ভুট্টোর সঙ্গে আজ তৃতীয় ও শেষ দফা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানান, তিনি ভুট্টোকেও এ কথা বলেছেন যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও একটি বেসামরিক সরকার গঠন ত্বরান্বিত করার জন্য অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহূত হওয়া দরকার।

* চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে বজলুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বক্তৃতাদানকালে বলেন, 'বাংলার জনগণ অবশ্যই স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবে। এ জন্য বাঙালিরা যেকোনো মূল্যদান, এমনকি চরম ত্যাগ করতে হলেও পশ্চাৎপদ হবে না।' তিনি বলেন, একমাত্র সমাজতন্ত্রই বাংলার মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারে। তিনি জয়বাংলা স্লোগানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করার জন্য নবনির্বাচিত আইন পরিষদ সদস্যদের হুঁশিয়ার করে দেন।

২৮ জানুয়ারি

* বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর মধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ভুট্টোর কক্ষে দ্বিতীয় দফা রুদ্ধদ্বার বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শুরু হয় বিকেল পৌনে ৫টায় এবং শেষ হয় ৫টা ৫৫ মিনিটে। দীর্ঘ ৭০ মিনিট আলোচনার পর তা আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবি রাখা হয়। জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে কি না এ প্রশ্নের জবাবে ভুট্টো বলেন, 'আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র বিশাল- তার কিছু আমরা আলোচনা করেছি আর বহু বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।' অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'জাতীয় সব সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।'

* পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (হাজারভী) সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া) এক বিবৃতিতে মুজিব-ভুট্টো বৈঠকের সাফল্য কামনা করেছেন বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

* মওলানা ভাসানী ফেনীতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন, কেবল লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পশ্চিমাঞ্চলীয়দের সব ধরনের শোষণ বন্ধ করা সম্ভব। তিনি বলেন, পাক -ভারত উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধি ওই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তিনি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের দাবি জানান এবং বাঙালিরা যাতে সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পারে, তার জন্য তিনি লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছেন। সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার দাবি তিনি নবনির্বাচিত এমএনএ-দের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর প্রতি আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, খোদা যেন শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশের অশুভ শক্তির মোকাবিলা করার মতো শক্তি দান করেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংঘর্ষে না আসার জন্য তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন।

২৭ জানুয়ারি

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো করাচি থেকে ঢাকা আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান, তাজউদ্দীন আহমদ ও জহীরুদ্দিন।

* ভুট্টো তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছার পর ভিআইপি লাউঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তাহলে তাঁর মনোভাব কী হবে জানতে চাইতে তিনি বলেন, 'নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভুট্টো শাসনতন্ত্র বিষয়ে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাসভবনে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তান সময় সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে এবং শেষ হয় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে। ৭৫ মিনিট স্থায়ী এই বৈঠকে তাঁদের সঙ্গে কোনো সহযোগী ছিল না। বৈঠক শেষে ভুট্টো প্রথমেই অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমরা বহু বিষয়ে আলোচনা করেছি।' বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা সবেমাত্র আলোচনা শুরু করেছি এবং তা অব্যাহত রাখব।' বঙ্গবন্ধু এবং ভুট্টো যখন বৈঠক চালাচ্ছিলেন তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা এবং পিপলস পার্টির অন্যান্য নেতা অন্য একটি কক্ষে অপেক্ষা করছিলেন। আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম একবার বৈঠক কক্ষে কয়েক মিনিটের জন্য ঢুকে বের হয়ে আসেন।

২৪ জানুয়ারি

* শোষণ মুক্তির সংগ্রামের নবতর বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে প্রদেশের সর্বত্র ১১ দফার মহান 'গণ-অভ্যুত্থান দিবস' পালিত হয়। এ দিবসে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব বাংলা

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্রলীগ, নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গঠিত মতিউর স্মৃতি কমিটি প্রভাতফেরি, মিছিল, পথসভা প্রভৃতি কর্মসূচি পালন করে। বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠনও এ দিবস পালন করে। ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশ নেয়। সব অনুষ্ঠানেই ১১ দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন, ১১ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন, রাজবন্দিদের মুক্তি, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, বকেয়া খাজনা মওকুফ ও সর্বোপরি জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্বের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে।

* গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আহূত জনসভায় সভাপতির ভাষণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, 'দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে যদি ৬ দফা ও ১১ দফার একটি দাঁড়ি-কমাও বাদ দেওয়া হয়, তা হলে তুমুল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে- যাতে খাজনা-ট্যাঙ্ প্রদান বন্ধ হবে, অফিস-আদালত, কল-কারখানায় তালা ঝোলানো হবে।' জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ স ম আব্দুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য খালেদ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভা শেষে একটি গণসংগীতের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

২৩ জানুয়ারি

* পিপলস পার্টির হাইকমান্ড ১৮ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি আজ সকালে জেড এ ভুট্টোর ক্লিফটনস্থ বাসভবনে তাঁর সভাপতিত্বে বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের পর পিপলস পার্টির করাচি অঞ্চলের চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুল হাফিজ পীরজাদা সাংবাদিকদের ওই তথ্য প্রদান করে বলেন, তাদের দলীয় প্রতিনিধিদল পাঁচ দিন ঢাকায় অবস্থান করবে।

* পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন আহূত ১১ দফা সপ্তাহের আজ শেষ দিন। এ উপলক্ষে ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে 'মশাল মিছিল' বের করা হয়। 'মশাল মিছিল' কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বের হয়ে বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিল '১১ দফার সংগ্রাম চলবেই', 'শোষকগোষ্ঠীকে খতম করো', 'বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলো', 'জেলের তালা ভাঙব রাজবন্দিদের আনব', 'জননেতা মণি সিংয়ের মুক্তি চাই', 'কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি রাখা চলবে না', 'চাল ডাল তেলের দাম কমাতে হবে', 'অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চাই, নইলে এবার রক্ষা নাই' ইত্যাদি স্লোগান দেয়। সব শেষে মিছিলটি বাহাদুর শাহ পার্কে এসে সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হয়। সেখানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নুরুল ইসলামের ভাষণের মধ্য দিয়ে ১১ দফা সপ্তাহের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

* ১১ দফা সপ্তাহের শেষদিনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগেও ঢাকার বায়তুল মোকাররম থেকে 'মশাল মিছিল' বের করা হয়। মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

২২ জানুয়ারি

* রাওয়ালপিন্ডিতে 'ইন্টার উইং' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধের জন্য 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর প্রতিনিধি সৈয়দ নজিউল্লাহ ও 'ইন্টার উইং' পত্রিকার সম্পাদক এ আর দোহার বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করে জবাব দেন। তাঁরা যুক্তি দাখিল করে বলেন যে তাঁরা দোষী নন। ওই সাপ্তাহিকীর মুদ্রাকরকে প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের আলোকে জেরা করা হয়। এর আগেও তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে জেলে প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা করা ও রাওয়ালপিন্ডিতে রাখার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

* ঢাকায় নিযুক্ত যুগোস্লাভিয়ার কনসাল মিরকোই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

* পাকিস্তান গার্লস গাইড সমিতির কমিশনার বেগম জি এ খান প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান সাহায্য তহবিলে সমিতির পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করেন। এ নিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে সর্বমোট ২৫ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

২১ জানুয়ারি

* ২১ দফা সপ্তাহ পালনের আজ পঞ্চম দিন। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রদের এক সাধারণ সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নুরুল ইসলাম এবং বক্তব্য দেন ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা শহর সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক নিজামউদ্দিন আজাদ, কেন্দ্রীয় সংসদের সহসম্পাদক আবুল কাশেম ও কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভানেত্রী আয়শা খানম।

* সভায় অবিলম্বে নিরাপত্তা আইনে আটক জননেতা মণি সিংসহ সব ছাত্র, শ্রমিক ও রাজবন্দির মুক্তি, আইনগত অবকাঠামো আদেশ বাতিল, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিসংবলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

* আজ 'শহীদ আনোয়ারা দিবস'। এ উপলক্ষে নাখালপাড়া আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার উদ্যোগে ৫০৭ নম্বর নাখালপাড়ায় এক জরুরি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেগম জেবুন্নেছা এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নগর আওয়ামী লীগ মহিলা সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী। এ ছাড়া 'শহীদ আনোয়ারা দিবস' উপলক্ষে সকাল ৭টায় শহীদ আনোয়ারার বাসভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণপূর্বক খালি পায়ে মিছিল করে শহীদ আনোয়ারার মাজারে গমন এবং সেখানে ফুল দেওয়ার পর মোনাজাত করা

More File Download: MyMahbub.Com

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com